দ্বিতীয় দার্‌স

الدرس الثاني

রমযান প্রবেশের প্রমাণ

ثبوت دخول رمضان

দু'টি জিনিসের যে কোন একটির দ্বারা রমযান প্রবেশের প্রমাণ হয়। যেমন, (১) রমযান মাসের চাঁদ দেখা। চাঁদ দেখা গেলেই রোযা ওয়াজিব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)) [متفق عليه ١٩٠٠-١٠٨٠]

"চাঁদ দেখে রোযা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়বে।" (বুখারী ১৯০০-মুসলিম ১০৮০) রমযানের চাঁদ দেখার প্রমাণে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষি যথেষ্ট হবে। তবে রোযা ছাড়ার ক্ষেত্রে শাওয়াল মাসের চাঁদের প্রমাণে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষি অত্যাবশ্যক। (২) শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করা। ৩০দিন পূর্ণ করলে ৩১দিনটাই রমযান মাসের প্রথম তারীখ হবে, কারণ রাসূল ﷺ বলেন,

((فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) [متفق عليه]

"যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহলে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করো।" (বুখারী ১৯০৭ ও মুসলিম ১০৮১)

কাদের জন্য রোযা ছাড়া জায়েয?

১। এমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যার আরোগ্যের আশা করা যায়ঃ তার উপর রোযা রাখা কষ্টকর হলে, সে রোযা ছেড়ে দেবে এবং পরে তা কাযা করবে। তবে যার ব্যাধি চিরস্থায়ী হবে অর্থাৎ যার আরোগ্যের আশা থাকে না, তার পক্ষে রোযা রাখা জরুরী নয়। সে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দের কিলো খাদ্য দ্রব্য দ্বারা খাওয়াবে অথবা পানাহারের আয়োজন করে যতদিন রোযা ছেড়েছে ততগুলো মিসকিনকে আমন্ত্রণ করে খাওয়াবে।

২। মুসাফিরঃ মুসাফির বাড়ী থেকে যাওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত রোযা ছেড়ে দিতে পারবে, যতদিন না সে সেখানে বসবাসের নিয়ত করবে।

৩। গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী মহিলারাঃ নিজের ও ছেলের উপর কোন ক্ষতির আশঙ্কা বোধ করলে, রোযা ছেড়ে দিতে পারবে। অতঃপর কারণ দূরীভূত হয়ে গেলে ত্যাগকৃত দিনগুলোর রোযা কাযা করবে।

৪। যে বৃদ্ধ ব্যক্তির উপর রোযা রাখা কষ্টকর হয়ঃ সে রোযা ছেড়ে দিবে এবং তাকে কাজাও করতে হবে না। তবে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়াবে।